আলমডাঙ্গায় ইসলামী ব্যাংকে ঢুকে টাকা ছিনতাই, গ্রেপ্তার ১

দিবালোকে ইসলামী ব্যাংকে ঢুকে ১০ লাখ টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনায় এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ। বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টায় আলমডাঙ্গা শহরের ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় এমন ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনায় ব্যাংকের ম্যানেজার (অপারেশন্স) মোমিনুল ইসলাম বাদি হয়ে থানায় মামলা করেছেন।

আটকৃত যুবক হলেন- দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানার দুধপাতিলা গ্রামের নুরু মিয়ার ছেলে উজ্জল (২৮)। তার বিরুদ্ধে বিভিন্ন থানায় তিন চুরি ও ১ মাদক মাদক মামলা রয়েছে।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বৃহস্পতিবার বেলা সাড়ে ১২ টার দিকে আলমডাঙ্গা পৌরশহরের আলতায়েবা মোড়ের, ইসলামী ব্যাংকের একটি শাখায় উজ্জল নামের এক যুবক প্রবেশ করে। সে সুযোগ বুঝে ক্যাশ ইনচার্জের কাউন্টারে প্রবেশ করে। ওই কাউন্টারের টেবিলে থাকা এক হাজার টাকার নোট (সম্বলিত) দশ বান্ডিল টাকা ছিনিয়ে নেবার চেষ্টা করে। এসময় ক্যাশ ইনচার্জ কায়সার আলম বাঁধা দিলে তাকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করে। তিনি আঘাত প্রাপ্ত হয়ে চিৎকার দিলে ব্যাংকের অন্যান্য কর্মকর্তা ও উপস্থিত গ্রাহকেরা ছিনতাইকারীকে ধাওয়া করে। একপর্যায়ে ওই ছিনতাইকারীকে আটক করে গণধোলাই দেয় উপস্থিতিরা। পরে, থানা পুলিশ ব্যাংকে পৌছালে তাদের নিকট তুলে দেয় ব্যাংকের কর্মকর্তা।

ইসলামী ব্যাংকের ম্যানেজার আব্দুল ওয়াদুদ জানান, ছিনতাইকারীর নিকট থেকে দশ লাখ টাকা উদ্ধার করা হয়েছে। পরে, ওই টাকা ব্যাংকের ক্যাশ ইনচার্জ কায়সার আলমের কাছে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, খবর পেয়ে দ্রুত সময়ে ব্যাংকে পুলিশ পাঠানো হয়েছে। ছিনতাইকারী ওই যুবককে আটক করে থানায় নিয়ে আসা হয়। বিকেলে ওই ব্যাংকের ম্যানেজার (অপারেশন্স) বাদি হয়ে মামলা করেছেন।

আলমডাঙ্গায় পূজা উদযাপন উপলক্ষে আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময়

আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা উপলক্ষে আলমডাঙ্গা উপজেলা পূজা উদযাপন কমিটির নেতাদের সঙ্গে থানার ওসির আইন শৃঙ্খলা বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ মঙ্গলবার বিকেল ৫ টায় আলমডাঙ্গা থানা চত্বরে এ মতবিনিময় সভার আয়োজন করা হয়।

সভায় আসন্ন শারদীয় দুর্গাপূজা ২০২৩ উদযাপন উপলক্ষে আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা হয়। সেইসঙ্গে পূজা উদযাপন কমিটির সকল নেতৃবৃন্দ ও সদস্যদের মতামত গ্রহণ করা হয়।

আলোচনা সভায় আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, নিরাপত্তা নিশ্চিতে ও নিজ নিজ ধর্ম সুষ্ঠুভাবে পালনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ সবসময় সর্তক রয়েছে। পুলিশের পক্ষ থেকে প্রতিটি পূজামণ্ডপ এলাকায় সর্বোচ্চ আইনশৃঙ্খলা ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হবে।

তিনি ৩ টি বিষয়ে গুরুত্ব সহকারে পালনের নির্দেশ দিয়ে বলেন, পূজা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত স্বেচ্ছাসেবক দলের মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। এছাড়াও প্রতিটি পূজা মণ্ডপে আলোকসজ্জা বৃদ্ধির পাশাপাশি সিসি ক্যামেরা আওতাভুক্ত আনার পরামর্শ দেন ওসি। তবে পূজা মণ্ডপের সন্নিকটে নিকট কোন দোকান কিংবা ফাস্টফুডের দোকান না বসানোর জন্য নির্দেশ দেন।

আলোচনা সভায় উপস্থিত ছিলেন,উপজেলা হিন্দু-বৌদ্ধ- খ্রীস্টান ঐক্য পরিষদের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা মনিন্দ্র নাথ দ্ত্ত, উপজেলা পূজা উতযাপন পরিষদের সভাপতি ডা: অমল কুমার বিশ্বাস, বাহ্মন পুরহিত ঐক্য পরিষদের সভাপতি দেবেন্দ্র নাথ দোবে বাবুলাল,উপজেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সহ- সাধারণ সম্পাদক সুধাংশ কুমার ব্যানর্জী, পৌর পূজা উদযাপন কমিটির সভাপতি পরিমল কুমার ঘোষ,হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রীষ্টান ঐক্য পরিষদের পৌর সম্পাদক পলাশ

কুমার আচার্য্য,পূজা উদযাপন পরিষদের পৌর সাধারণ সম্পাদক জয় কুমার বিশ্বাস।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন আশোক সাহা,লিপন বিশ্বাস,সুশিল কুমার ভৌতিকা,কৃষ্ণ বিশ্বাস,বিশ্বজিৎ সাধুখা, বিজয় কুমার দাস,শিপন কুমার দাসসহ ৩৯টি মন্দির কমিটির সভাপতি সম্পাদক বৃন্দ।

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়াতে যুবতীর আত্নহনন

আলমডাঙ্গার বাঁশবাড়িয়ায় গলায় ফাঁস লাগিয়ে শিমলা খাতুন (১৯) নামের এক যুবতী আত্নহত্যা করেছে। আজ মঙ্গলবার সকাল ৬ টায় তার নিজ শোবার, বন্ধ ঘরের দরজা ভেঙে তার মরদেহ উদ্ধার করে পরিবার।

ঘটনাটি উপজেলা ভাঙবাড়িয়া ইউনিয়নের বাঁশবাড়িয়া গ্রামে ঘটেছে। নিহত যুবতী শিমলা খাতুন ওই গ্রামের দিনমজুর শুকুর আলীর মেয়ে।

স্থানীয়রা জানায়, গতকাল সোমবার সন্ধ্যায় সংসারের কাজকর্ম নিয়ে তার মা মিনা খাতুনের সাথে ঝগড়া হয় শিমলা খাতুনের। রাতে শিমলার পিতা শুকুর আলী বাড়িতে ফিরে মা-মেয়ে বিবেদ মিমাংসা করে দেয়। তবুও ক্ষোভ থামেনি শিমলার। মায়ের উপর অভিমান করে মঙ্গলবার দিবাগত রাতে সে গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্নহত্যা করে। এদিন সকালে শিমলার মা তাকে ঘুম থেকে ডাকতে থাকে। তার কোন সাড়া না পেয়ে ঘরের দরজা ভেঙে তার মেয়ের ঝুলন্ত মরদেহ দেখতে পায়। খবর পেয়ে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ ওই যুবতীর লাশের সুরতহাল সংগ্রহ করে পোষ্ট মর্টেমের জন্য চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠাই।

এদিকে, ময়নাতদন্ত শেষে মঙ্গলবার সন্ধ্যায় যুবতী শিমলার লাশ পৌছাই বাড়িতে। মায়ের উপর অভিমানে আত্নহত্যার ঘটনায় তার মা বারবার মুর্ছা যায়। আজ রাতেই স্থানীয় কবরস্থানে জানাযা শেষে দাফন সম্পন্ন হয়।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় গণ সমাবেশে দিলীপ কুমার আগরওয়ালা

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায় বিশাল গণ সমাবেশ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল রোববার বিকাল চারটায় চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা উপজেলা চত্বরে এই গণ সমাবেশ করা হয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনায় বিশেষ দোয়া এবং জামায়াত -বিএনপির নৈরাজ্য ও নির্বাচনের বানচালের দেশি-বিদেশি ষড়যন্ত্র রুখে দিতে এই বিশাল গণ সমাবেশ আয়োজন করা হয়। এসময় গণসমাবেশটি সভাপতিত্ব করেন ভাংবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগের সাবেক সভাপতি কাওসার হোসেন বাবলু।

সমাবেশের শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলোওয়াত ও গীতা থেকে পাঠ করে সমাবেশটি শুরু হয়।

এরপর গণ সমাবেশের প্রধান অতিথি বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের শিল্প ও বাণিজ্য বিষয়ক উপ-কমিটির সদস্য ও ডায়মন্ড ওয়ার্ল্ডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক দিলীপ কুমার আগরওয়ালা বলেন, আজকের জনসমাবেশের মধ্যে দিয়ে বিএনপি জামায়াত যে আগামী নির্বাচনের চক্রান্ত বানচাল করতে হবে। এটাই আমাদের অঙ্গিকার। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত আবার শক্তিশালও করবো। তাই সবাইকে নৌকায় আবার ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করতে হবে। আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন তাই সকলকে প্রস্তত করতে হবে। বিএনপি জামায়াতকে প্রতিহত করতে হবে। সবাই সবার জায়গা থেকে কাজ করতে হবে রাজপথে। বিএনপি এ দেশের মানুষের জন্য উন্নয়ন করতে পারবে না। আমরা কেউ ঘরে বসে থাকবো না। কঠোর তৎপর ও শক্তি দিয়ে বিএনপির নৈরাজ্যকে দমন করবো। নৌকা প্রতিককে শ্রদ্ধা করতে হবে। নৌকা যার আমি তার। জননেত্রী শেখ হাসিনা যে ভাবে উন্নয়ন করে যাচ্ছেন। এই উন্নয়ন ধারা করে যাবেন তিনি। এই জন্য সবাইকে ঐক্যবোধ্য হয়ে ভোট দিতে হবে নৌকা মার্কায়। চুয়াডাঙ্গা জেলা স্মার্ট করতে হলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগকে জয়যুক্ত করতে হবে।

তিনি আরো বলেন ইউরোপীয় ও আমেরিকার যে প্রতিনিধি দল দেশ এসেছে, তারা সুষ্ঠু এবং অবাধ নির্বাচনের কথা বলেছেন। আমরাও সুষ্ঠু-অবাধ

ও নিরপেক্ষ নির্বাচন চাই। বিএনপি বলছে, তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে এবং এই সরকারের অধীনে কোনো নির্বাচন হবে না। তারা যাদেরকে নালিশ করে ডেকে নিয়ে এসেছে তারাও সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনের কথাই বলেছে। তাদের কেউ অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের কথা বলে নাই। এমনকি তত্ত্বাবধায়ক সরকারেরও কথা বলেনি

সংবিধানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা নেই। দেশের প্রত্যেক নাগরিককে সংবিধান মানতে হবে। আমাদেরও সাফ কথা, সংবিধানের বাইরে আমরা এক চুলও নড়ব না। এই সরকারের অধীনে নির্বাচন হতে হবে। আওয়ামী লীগ মাঠে ঘাটে থাকা দল। রাজপথে নৈরাজ্য করলে এবার থেকে আর প্রতিবাদ নয়, প্রতিরোধ করা হবে।

এসময় সভায় উপস্থিত ছিলেন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামী লীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক আবুল কালাম আজাদ, কালিদাস পুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান বীর মুক্তিযোদ্ধা মঈনউদ্দীন পারভেজ, পদ্মবিলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু তাহের বিশ্বাস, চিৎলা ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান জিল্লুর রহমান, চুয়াডাঙ্গা কৃষকলীগের সভাপতি গোলাম ফারুক জোয়ার্দ্দার, কুতুবপুর ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শাখাওয়াত হোসেন টাইগার, ডাউকি ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি নুরুল ইসলাম দিপু, প্রমুখ।

গণসমাবেশের শেষ পর্বে সন্ত্রাসীদের হাতে নিহত আলমডাঙ্গা স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা ইমরানের পরিবারের মাঝে এক লাখ টাকা তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি দিলীপ কুমার আগরওয়ালা। এ সময় তিনি কর্মীদের মুল্যায়ন করার জন্য সকল নেতাদের আহবান জানান।

আলমডাঙ্গায় গ্রাম্য চিকিৎসক হত্যা মামলার মূল রহস্য উদঘাটন;গ্রেফতার-২

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গায় পূর্বশত্রুতার জের ধরে গ্রাম্য চিকিৎসক তৌহিদুল ইসলামকে হত্যা মামলার মূলরহস্য উদঘাটন সহ ২ জনকে

গ্রেফতার করা হয়েছে এবং আদালতে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দি প্রদান করা হয়েছে।

আলমডাঙ্গা থানাধীন ডম্বলপুর-মাধবপুরে সংযোগ ব্রিজের উত্তর-পূর্ব পিলারের সাথে সাদা গেঞ্জি দিয়ে মুখ বাঁধা, গলায় লাল রঙের গামছা পেঁচানো, গলায় রশি দিয়ে বাঁধা অবস্থায় কুমার নদীতে অর্ধডুবন্ত অবস্থায় লাশের সংবাদ পেয়ে শুক্রবার সকাল সাড়ে নয়টার সময় গ্রাম্য চিকিৎসক চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গা থানার ডম্বলপুর গ্রামের মোঃ মকবুল হোসেনর ছেলে তৌহিদুল ইসলাম(৪২) কে মৃত অবস্থায় লাশ উদ্ধার করে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ।

এ সংক্রান্তে আলমডাঙ্গা থানায় ভিকটিমের স্ত্রী মোছাঃ বিউটি খাতুন বাদী হয়ে আসামী ১) মোঃ জীবন হোসেন(২২), পিতা-মোঃ সানোয়ার হোসেন, ২) মোঃ সানোয়ার হোসেন(৫০), পিতা-মৃত খেলাফত মন্ডল, সাং-মাধবপুর, থানা-আলমডাঙ্গা, জেলা-চুয়াডাঙ্গাসহ অজ্ঞাতনামা ৬/৭জন আসামীর বিরুদ্ধে রবিবার আলমডাঙ্গা থানার মামলার নং-০৩ ধারা-৩০২/২০১/১১৪/৩৪ পেনাল কোড দায়ের করেন।

চুয়াডাঙ্গা জেলার পুলিশ সুপার আব্দুল্লাহ্ আল-মামুনের নির্দেশনায় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম)-এর তত্ত্বাবধানে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) মোঃ আনিসুজ্জামান -এর নেতৃত্বে আসামী গ্রেফতার ও হত্যা মামলার মূলরহস্য উদঘাটনের জন্য ডিবি ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের একাধিক টিম তাৎক্ষণিকভাবে মাঠে নামে। তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় মামলা রুজুর ০৩ ঘন্টার মধ্যে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা থানার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান পরিচালনা করে রবিবার দুপুর দেড়টার বৃহস্পতিবার মধ্যরাতে শুক্রবারের প্রথম প্রহরে এজাহারনামীয় আসামীদ্বয়কে গ্রেফতার করা হয়। নিবিড় জিজ্ঞাসাবাদে গ্রেফতারকৃত আসামীদ্বয় হত্যার সাথে সরাসরি জড়িত বলে স্বীকার করে।

আসামীদ্বয়কে জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায়, ভিকটিম তৌহিদুল ইসলামের কন্যা তামান্না খাতুনের সাথে ১নং আসামী জীবনের গত দুই মাস পূর্বে পরিবারের অসম্মতিতে পালিয়ে বিবাহ হয়। এ সংক্রান্তে ভিকটিম আসামীদ্বয়ের বিরুদ্ধে একটি অপহরণ মামলা দায়ের করে। বিবাহের পর থেকে ভিকটিমের মেয়েকে আসামীরা বিভিন্ন বিষয়াদি নিয়ে শারীরিক ও মানসিকভাবে নির্যাতন করে। ভিকটিমের মেয়ে নির্যাতন সহ্য করতে না পেরে আসামীর বাড়িতে বিষ পান করে। বর্ণিত বিষয়ে ভিকটিম ও আসামীদের সাথে ঝগড়া-বিবাদ হয়। ১নং আসামী জীবন ও ২নং আসামী সানোয়ারকে

ভিকটিম ও তার পরিবার অপমান-অপদস্থ করে। অপমানের প্রতিশোধ নিতে মরিয়া হয়ে ওঠে আসামীদ্বয়। আসামীদ্বয়ের (পিতা ও পুত্র) পরিকল্পনা অনুযায়ী ভিকটিমকে কৌশলে মাধবপুর এলাকায় ডেকে নিয়ে যায়। ডম্বলপুর-মাধবপুর সংযোগ ব্রিজের নিকট পৌঁছালে ২নং আসামী সানোয়ার গতিরোধ করে এবং ১নং আসামী পিছন থেকে গলায় গামছা ও মুখের ভিতরে সাদা গেঞ্জি ঢুকায়ে শ্বাসরোধ করে। শ্বাসরোধ করে হত্যা নিশ্চিত করে ঘটনা অন্যদিকে প্রবাহিত করার জন্য ভিকটিমের গলায় রশি দিয়ে ব্রিজের রেলিংয়ের সাথে ঝুলিয়ে দেয়। আসামীদ্বয়কে আদালতে সোপর্দ করা হয়। ১নং আসামী স্বেচ্ছায় দোষ স্বীকার করে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী প্রদান করে।

আলমডাঙ্গা থানা পুলিশের অভিযানে ট্যাপেন্টাডল ও মদসহ আটক ৪

আলমডাঙ্গা থানাপুলিশের পৃথক অভিযানে চোলাই মদ ও ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেটসহ ৪ জনকে আটক করেছে পুলিশ। আজ রবিবার দিবাগত রাতে থানাপুলিশ অভিযান চালিয়ে কামালপুর ও পারকেষ্টপুর গ্রাম থেকে এসব মাদকদ্রব্য উদ্ধার করে।

আটকৃতরা হলেন- পৌর এলাকার বাবুপাড়ার মৃত ইফতেখারুল কাওনাইনের ছেলে সুষম কাওনাইন (৩৬)। এছাড়াও যশোর কোতয়ালী থানার খোলাডাঙ্গা ধর্মতলা এলাকার দুধ কুমার বিশ্বাসের ছেলে বিপুল কুমার দাস (২৮), চুয়াডাঙ্গার মুক্তিপাড়ার সুবল সর্দারের ছেলে শুভ্রদেব (২৫), আলমডাঙ্গা উপজেলার আলিহাট নগরের মহির উদ্দিনের ছেলে ফরিদ হোসেন (৩২)। পৃথক অভিযানে ৩শ পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট ও ২৫ লিটার চোলাই বাংলা মদ উদ্ধার করে পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানাযায়, উপজেলার কামালপুর গ্রামে মাদকদ্রব্য ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট বিক্রি হচ্ছে। এমন গোপন সংবাদ পায় পুলিশ। তথ্যের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানাপুলিশ মাদক বিরোধী অভিযান চালায়।

এসময় কামালপুর গ্রাম থেকে সুষম কাওনাইনকে আটক করে। তার শরীর তল্লাশী করে ৩শত পিস ট্যাপেন্টাডল ট্যাবলেট উদ্ধার করে।

এদিকে, শনিবার মধ্য রাত ১১ টার দিকে মুন্সিগঞ্জের পারকেষ্টপুর হতে আলমডাঙ্গায় চোলাই মদ পরিবহনের গোপন সংবাদের ভিত্তিতে মাদক বিরোধী অভিযান চালায় পাঁচকমলাপুর ফাঁড়ি পুলিশ। এসময় পারকেষ্টপুর ব্রিজ নিকট পুলিশ চেকপোস্ট বসায়। দ্রুত গতির এ্যাপাসি আরটিআর মোটরসাইকেল গতিরোধ করে। তাদের নিকটে থাকা ২৫ লিটার চোলাই মদ ও একটি ব্যবহৃত মোটরসাইকেল জব্দ করে।

আলমডাঙ্গার মাধবপুরে গাছের গুড়ির আঘাতে স্কুলছাত্রের মৃত্যু

আলমডাঙ্গার মাধবপুরে গাছের গুড়ি, আলমসাধু গাড়িতে তুলতে গিয়ে ছিটকে পড়ে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে এক স্কুল ছাত্র নিহত হয়েছে। রবিবার সকাল সাড়ে ৮টার দিকে উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামে এ ঘটনা ঘটে।

নিহত হযরত (১৪) উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের মাধবপুর গ্রামের হাবিল উদ্দিনের ছেলে। সে স্থানীয় মাধবপুর মডেল মাধ্যমিক হাইস্কুলের ৮ম শ্রেণীর শিক্ষার্থী ছিল।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, রবিবার সকালে মাধবপুর গ্রামের গাছ ব্যবসায়ী নুরজার হোসেন গাছের কাটা অংশ আলমসাধু গাড়িতে তুলছিলেন। একটি বড় গাছের কাটা অংশ গাড়িতে তুলতে স্কুলছাত্র হযরত ডেকে নেয়। এসময় গাড়ি থেকে একটি গাছের গুড়ি ছিটকে হযরতের শরীরে আঘাত করে । এতে সে মাথা ও মুখে গুরুত্বর আঘাত পেয়ে ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এ ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা দেখা দেয়। খবর পেয়ে দুপুর ১২টার দিকে পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে। ঘটনার পর থেকে অভিযুক্ত গাছ ব্যবসায়ী নুরজার পালিয়েছেন।

স্থানীয় ইউপি সদস্য আনিসুজ্জামান জানান, স্কুলছাত্রের বাড়ির পাশেই গাছ ব্যবসায়ীরা আলমসাধু গাড়িতে গাছের গুড়ি তুলছিল। ওই স্কুল ছাত্র গাছের গুড়ি তুলতে সাহায্য করতে গেলে গাড়ি থেকে গাছের কাটা গুড়ি তার শরীরের উপর ছিটকে পড়ে। ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ বলেন, সকালে গাছের গুড়ি তুলতে গিয়ে এক স্কুলছাত্র নিহত হয়েছে। ঘটনাস্থলে পুলিশ উপস্থিত হয়ে লাশের সুরতহাল করেন। অভিযোগ পেলে, তদন্ত সাপেক্ষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

আলমডাঙ্গায় চাঁদা না দেওয়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে বোমা হামলা, গ্রেপ্তার ৩

আলমডাঙ্গার ভোগাইল বগাদি পান ব্যবসায়ীর নিকট ১ লাখ টাকা চাঁদার দাবিতে বাড়িতে বোমা হামলাকারী তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। আজ শনিবার থানাপুলিশ তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে তাদের গ্রেপ্তার করে।

গ্রেপ্তারকৃতরা হলেন- উপজেলার ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামের আব্দুল্লাহ’র ছেলে রকিবুল ইসলাম (৩৬), একই ইউনিয়নের সাহেবপুর গ্রামের মৃত রমজান আলীর ছেলে রাজ্জাক আলী (৪৩) ও মেহেরপুর জেলার গাংনী থানার সাহারবাটী এলাকার মৃত বিল্লাল হোসেনের ছেলে স্বপন আলী (৩৩)। আজ শনিবার দিবাগত রাতে পুলিশ অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন এলাকা থেকে তাদের গ্রেপ্তার করে।

পুলিশ জানায়, উপজেলা ভাংবাড়িয়া ইউনিয়নের ভোগাইল বগাদি গ্রামের মিন্টু হোসেন তিনি একজন পান ব্যবসায়ী। গত ২০ সেপ্টেম্বর থেকে বেশ কয়েকদিন মোবাইল ফোনের মাধ্যমে ১ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে আসছিল কে বা কারা। উক্ত চাঁদার টাকা না পেয়ে গত ২৮শে সেপ্টেম্বর রাতে দুস্কৃতিকারীরা মিন্টুর বাড়িতে বোমা হামলা করে। ঘটনার পর থেকে মিন্টু ও তার পরিবার ভিতস্থ হয়ে পড়ে। অজ্ঞাত ব্যক্তি

পুলিশের জরুরি সেবা ৯৯৯-এ ফোনের মাধ্যমে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশকে অবগত করেন। গতকাঅল শুক্রবার রাতে চাঁদা দাবি ও বোমা হামলা সংক্রান্ত একটি মামলা আলমডাঙ্গা থানায় রুজু হয় ।

আরো জানান, মামলার পরপরই পুলিশ তদন্ত শুরু করে । তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলার ৬ ঘন্টার ব্যবধানে বোমা হামলাকারী তিন সদস্যকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পরে তাদের চুয়াডাঙ্গা কোর্টে প্রেরণ করা হয়।

আলমডাঙ্গা থানার পরিদর্শক (ওসি) বিপ্লব কুমার নাথ জানান, শুক্রবার রাত ৯ টার দিকে চাঁদা ও বোমা হামলার ঘটনায় একটি মামলা রুজু হয়। ওই রাতেই পুলিশের এক্সপার্ট অফিসারেরা তথ্যপ্রযুক্তি ব্যবহার করে মামলার ৬ ঘন্টার মধ্যে তিনজন আসামীকে গ্রেপ্তার করেন। তারা চুয়াডাঙ্গা আদালতের বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট স্বীকারোক্তি দিয়েছে।

আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়নে কর্মী সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মী সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার বিকেলে ঘোষবিলা মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠে এ কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,জামজামি ইউনিয়নের এই কর্মি সমাবেশ আজকে জনসভায় রুপ নিয়েছে। আমি খুবই খুশি হয়েছি। আপনারা সকলেই যদি ঐক্যবদ্ধভাবে মাঠে থাকেন তাহলে সকল অপশক্তিকে মোকাবেলা করা সম্ভব হবে। আজকে দেশে নানা ষড়যন্ত্র হচ্ছে,সকল ষড়যন্ত্র মোকাবেলা করে আবারও নৌকায় ভোট দিয়ে আওয়ামীলীকে ক্ষমতায় আনতে হবে।

আমরা দেশের জন্য অনেক কিছু করেছি। আজকে বিএনপি জনগণের মধ্যে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করছে। তারা ক্ষমতায় থেকে জনগণের জন্য কিছুই করেনি। বিএনপি ওয়ালাদের বলি অতো দাপিয়ে না বেড়িয়ে নির্বাচনে আসেন। জনগণ যদি আপনাদের ভোট দেয় আমরা অবশ্যই ক্ষমতা হস্তান্তর করে চলে যাবো। আপনারা তো নির্বাচনে আসবেন না, কারণ আপনারা জনগণের জন্য কিছুই করেন নি।

তিনি বলেন,উন্নয়ন অব্যাহত রাখতে আওয়ামীলীকে ক্ষমতায় আনতে হবে।সেজন্য প্রত্যেক নেতাকর্মিকে মানুষের কাছে গিয়ে নৌকায় ভোট চাইতে হবে।

জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা দিদার আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা আরশাদ উদ্দিন চন্দন,,চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের,জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি আব্দুর রশীদ,জামজামি ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক রাহাব উদ্দিন।

জামজামি ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা ডেভিড মেম্বারের উপস্থাপনায় কর্মি সভায় বক্তব্য রাখেন জামজামি ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান বাবলু চৌধুরী, আওয়ামীলীগ নেতা শাহারুজ্জামান শাহানুর,শহিদুল ইসলাম,রতন শাহ,লাল্টু রহমান,রবিউল ইসলাম,শ্যামল কুমার, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন,আলমডাঙ্গার ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা,হাসান, সাকিব, রঞ্জু প্রমুখ

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়নে কর্মী সভায় এমপি ছেলুন

আলমডাঙ্গার কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের আয়োজনে কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ শনিবার সকাল ১১ টায় কালিদাসপুর রুপনগর মাঠে এ কর্মি সভা অনুষ্ঠিত হয়।

কর্মী সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দ্দার ছেলুন। প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার বলেন,কালিদাসপুর ইউনিয়নে আজকে এ কর্মি সমাবেশ অত্যন্ত সফল হয়েছে। একটি সংগঠনের প্রাণ হলো কর্মি। আজকে এই কর্মি সমাবেশ থেকে আমাদের শপথ নিতে হবে উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে আবার আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় আনতে হবে। উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রাখতে শেখ হাসিনার কোন বিকল্প নেই। আমাদের নেত্রী আজ ১৫ বছর ক্ষমতায় আছে।এই ১৫ বছরে এই দেশে যে উন্নয়ন হয়েছে, সেই উন্নয়ন কী আর কেউ করেছে। কেউ করেনি। বিএনপি ভোটের আগে বলেছে,ওই রাস্তা হয়ে যাবে। দুই গাড়ি ইট আর বালি ফেলে রেখেছে। যে ভোট হয়ে গেছে আর সেই রাস্তা করেনি। আমরা যা বলি তাই করি। আজকের এই সভায় বক্তারা বলেছেন এই ইউনিয়নে কী কী উন্নয়ন হয়েছে, আজকে আওয়ামীলীগ যখনই ক্ষমতায় আসে তখনই দেশের উন্নয়ন হয়। এই কালিদাসপুর ইউনিয়নের মানুষ সন্ত্রাসীদের অত্যাচারে অতিষ্ঠ ছিল। রাতে ঘুমাতে পারে নাই। আওয়ামীলীগ ক্ষমতায় আসার পর সন্ত্রাস দমন হয়েছে। মানুষ আজ সুখে শান্তিতে বসবাস করছে। সেজন্য আওয়ামীলীগকে ক্ষমতায় আনেত শেখ হাসিনার হাত শক্তিশালী করতে বঙ্গবন্ধুর নৌকায় ভোট দিতে হবে।

কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সভাপতি জয়নাল আবেদীনের সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন জেলা আওয়ামীলীগের সাবেক যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক রিয়াজুল ইসলাম জোয়ার্দ্দার টোটন, সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস, বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক শহিদুল ইসলাম খাঁন, আলমডাঙ্গা উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি আবু মুছা, সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী, জেলা আওয়ামীলীগ নেতা আরশাদ উদ্দিন চন্দন,,চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি আলাউদ্দিন হেলা, আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, চুয়াডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক আব্দুল কাদের,জেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আরেফিন আলম রঞ্জু,জেলা ছাত্রলীগের সাবেক

সভাপতি আব্দুর রশীদ, উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান কাজী মারজাহান নিতু,কালিদাসপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আশাদুল হক মিকা।

কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক কামরুজ্জামান শামীমেন পরিচালনায় কর্মি সভায় বক্তব্য রাখেন কালিদাসপুর ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সাবেক আহবায়ক জালাল উদ্দিন, সাবেক যুগ্ম আহবায়ক ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নুরুল ইসলাম,উপজেলা যুবলীগের সাবেক আহবায়ক আহসান উল্লাহ,ইউনিয়ন আওয়ামীলীগের সহসভাপতি মোল্লা এমদাদুল হক,সাংগঠনিক সম্পাদক এমদাদ হোসেন, রুবেল হোসেন,কালিদাসপুর ইউনিয়ন যুবলীগ নেতা এরশাদ আলী, ওয়ার্ড আওয়ামীলীগ নেতা আশাদুল হক,আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন, আলমডাঙ্গা পৌর ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি নয়ন সরকার, আলমডাঙ্গার ছাত্রলীগ নেতা আব্দুল্লাহ আল হোসাইন বাদসা,হাসান, সাকিব, রঞ্জু, আব্দুল করিম,নাজিম উদ্দিন প্রমুখ।